কবিতাবলি

প্রণাম

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার সঙ্গ সইতে পারি সহজে
তুমি আমার নিঃশ্বাসে প্রাণ-
বায়ুর মতো বহ যে...
তোমার মতো কইতে কথা কহো যে
তুমি আমার গৃহের মাঝে
ছায়ার মতো রহ যে...
আমার ভুল চাওয়াকে তুমি দহ যে
তুমি আমার আঁধার ঘরে
জোনাক হয়ে জ্বল যে...
আমার কাঁটা ফোটার ব্যথা সহ যে
আমার পথে হাঁটার সাথে
কাঁকর তুলে লহ যে...
আমার সকল দুঃখ তুমি বহ যে
সঙ্গে যারা আছিল গেছে
তাদের মতো নহ যে...
তোমার কথা কইতে পারি সহজে
তুমি আমার প্রাণের মাঝে
নদীর মতো বহ যে...

কোথা আছ বাজিকর

স্বপন মুখোপাধ্যায়

কথা ছিল 'মহীরুহ' হব
আপামরে ছায়া দেব
কে জানত হায়।
নিজেকে 'বনসাই' করে
টবে শোভা পাব

হল পরিচয় গৃহস্থ আশ্রমী
গেরোর পর গেরো
ছাপোষা গেরস্থ আমি
বিশ হাত দড়ি কমে
পাঁচ হাত হল
কোথা আছ বাজিকর
একটানে সব গেরো খোলো

এসো এসো নীলাকাশ
ভেঙে দাও দেয়ালের সীমা
আমি চিল ভাসমান
পক্ষ বিথারি
খুঁজে পাই আপন মহিমা

দুটি কবিতা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

মা ১

ভেতর ভেতর কান্না থাকুক
ফুলবাগানে যেমন শান্ত
মা, আমাদের খুশি থাকার
জ্বলন থেকে জ্বালিয়ে তুলি
টলোমলো
পুষ্করিণী।
গল্প বলো
সঞ্জীবনী।

মা ২

মায়ের ছিল উলুকঝুলুক
সূর্য ডুবলে উপোস ভাঙায়
জ্বর হলে যান দেওয়ানগাজি
শুরুর বাঁশি বাজার আগে
রাম-রহিমের ঝগড়াঝাঁটি
সব ধর্মই 'চিয়ার্স' বলে
মায়ের জিতাষ্টমী
সুরেলা বোষ্টমী।
জলপড়া দেন পীর,
ক্রস হাতে মা স্থির।
কে আর কেয়ার করে!
মায়ের রান্নাঘরে।

করুণাধারায় এসো

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন যখন নিজেকে পায় না খুঁজে,
আশাহত হয়, প্রতিকূলতাকে যুঝে
মনের ভুবন ঐশী বারতাহারা,
তমসায় খুঁজি সত্যের ধ্রুবতারা—
তখনও প্রভু হে, আমাদের ভালোবেসো,
সিঞ্চিত করে করুণাধারায় এসো।

ক্রোধের হ্রেষার সন্ত্রাস চারিধারে
হিংস্রতা-বিষে দুহাতে নখর বাড়ে।
স্নেহমায়াহীন, প্রলোভন চোরাবালি—
শুনি চারিদিকে মৃত্যুর করতালি
তখনও প্রভু হে, প্রসন্নতায় এসো,
ক্লিন্ন-দীর্ণ আমাদের ভালোবেসো।

বৃথা ঝরে যায় জীবনের ঝরাপাতা
কাঙাল হৃদয়ে শূন্য আসন পাতা।
চোখে জল নেই, আকুলতা নেই বুকে
তোমার সমীপে দাড়াই আনত মুখে।
হাতদুটি ধরো প্রাণে এসে তুমি মেশো,
ঊষর এ-মরু, করুণাধারায় এসো।

জানি না কীভাবে

সনৎ মণ্ডল

নীতি রাজনীতি যুদ্ধবিগ্রহে
দেখেছি রাম কখনও বা কৃষ্ণকে;
প্রেমের ঠাকুর রক্তমাংসের
যে তুমি আপামর—চৈতন্যস্বরূপের
রামকৃষ্ণ—এত যে অসামান্য...
তবু কি সামান্যেরও!

ব্রাহ্মমুহূর্ত

আলপনা মণ্ডল

ব্রাহ্মমুহূর্ত
শেষ প্রহরে অন্ধকারের বুকে
প্রভাতের আগমন।

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির
প্রথম শঙ্খনাদে ধ্বনিত হল
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা।
দ্বিতীয়ে ধ্বনিত হল
বীর্য, শক্তি, সাহস।
তৃতীয়ে—ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য।
খুলিল দুয়ার—
সম্মুখে স্বর্গের দেবী মর্ত্যের 'মা'
তিনবার শঙ্খধ্বনির
সব অর্থ এক মূর্তিতে
মিলিল সারদারূপে।।

চণ্ডাশোক

সোমনাথ চক্রবর্তী

কখনও কি মনে পড়ে
পড়ন্ত দিনে আমি
বাঁচায় ইচ্ছায় ছুটে
এবং বাঁচাতে চেয়ে
ইচ্ছারা লুকিয়ে ছিল,
এখন হলুদ পাতা
এবং স্বপ্নের সৌধ
এখন ভাগ্যের ফেরে
সূর্য-ওঠা সেই ভোরবেলা?
ঘূর্ণিপাকে শুকনো খড়কুটো।
ক্লান্ত রোদে সারাটা জীবন
কত বন্ধু, কত আত্মজন।
ছিল স্বপ্ন-সাধ...
ঝরে পড়ে যাক।
জীর্ণ হয়, হোক।
আমি চণ্ডাশোক।

আছে কোনও বরাভয় মুদ্রা

নিভা দে

উত্থান ও পতন—খুব কাছাকাছি না হলেও
থাকে কিন্তু হয়তো পাশাপাশি—অদূর দূরত্বে—

একজন মইয়ে পা রেখে এমন ঊর্ধ্বমুখী
স্বপ্নময় দুইটি চোখ নিঃশঙ্ক ভীষণ ও কি!
আশীর্বাদ করি মনে মনে—দূর থেকে—হও জয়ী

খুব কাছেই একটি পতন সংবাদ আসন্নভীষণ
খুব ভয়ে ভয়ে আছি তো ভাই যে এখন কখন
যে বিস্ফোরণ হবে দুঃসহ বেদনায়—মাথার পরে
এড়াবার কোনও পথ—হায় আছে কি কাছে বা দূরে?

জীবনযন্ত্রণা এড়িয়ে কতদূর যাওয়া যেতে পারে?

শুধু বিশ্বাস রাখি কোনও এক অদৃশ্য বরাভয় মুদ্রায়
হারাতে হারাতেও পুনশ্চ জীবনক্রমে ফিরে আসা যায়।

আবর্তন

চণ্ডীচরণ সিংহরায়

অরক্ষিত মনাকাশে বাসনার মেঘগুলি
ধেয়ে আসে তরঙ্গের মতো।
আপাত সুখের মায়া দ্বার খুলে ইশারায় ডাকে
ক্রোধ-হিংসারা নৃত্য করে;
মসীলিপ্ত প্রকোষ্ঠতে আসক্তির লুব্ধ কারাগারে—
রক্তিম যন্ত্রণা পুষ্ট হয়!!
এভাবেই বলিরেখা দীর্ঘ হতে হতে
মৃতকল্প কাননে শুধু স্বপ্নবপন,
ভিন্নরূপে—ভিন্নপথে—
পদব্রজে মরীচিকায় জীবনের পুনঃ আবর্তন!!

বৃত্ত

প্রদীপ রায়চৌধুরী

তোমার পরিক্রমাকক্ষে আমি
একটা বৃত্ত হতে চাই,
আবদ্ধ এক ত্রিভুজে
ত্রিবাহু যেথায়
ঠাকুর, মা ও স্বামীজী।

আমাকে একবারটি সেই বৃত্ত করে দাও,
যার পরিধিতে আছে ত্রয়ীর পবিত্র স্পর্শ।

থাক না সংসার চারিদিকে,
রাগ-বিদ্বেষ ভোগবাসনার
নকশিকাটা কাঁথা।
জলঝরা বাজপড়া অমানিশার
রাতেরা থাকুক যেমন তেমন।
জ্যোৎস্নাঘেরা মায়াবী সাঁঝেরাও থাকুক
স্বস্থানে।
আসা যাওয়া চলুকই না হয়—বারংবার
লক্ষ কোটিতে।
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং—ক্ষতি নেই।
অবতারবরিষ্ঠ, জ্যান্ত দুর্গা,
মূর্তমহেশ্বরের একটা ঘেরাটোপ চাই,
রেশম কীটের মতো হোক
সেথায় আমার অধিষ্ঠান।
এটুকু হলে আমি অনন্তের ডাককেও
ফিরিয়ে দিতে পারি।
মুক্তি, সমাধিরা দূরে আছে, দূরে থাক—
আক্ষেপ নেই।
কলির গ্লানিও থাক যেমন তেমন।
একবারটি হলেও, হে কৃপাসিন্ধু
আমাকে ত্রিভুজ ঘেরা একটি বৃত্ত করে দাও।
সেই ত্রিভুজ, যার বলয়ের থরে থরে আছে
মানবকল্যাণের জন্য পূত আশ্বাস।

আহ্বান

বলদেব দাস

সাদরে স্বীকৃত এই গৃহবন্দি দশা
মন্দিরে থেকেও কেমন পৌঁছে যাচ্ছ ঘরে ঘরে
অর্গল খুলে নাড়া দিয়ে ভাঙাচ্ছ ঘুম।

একাজ তোমারই মানায় মাগো—
তবেই না বলতে পেরেছিলে তুমি,
সত্যিকারের মা।
কিছু কি বুঝেছি মাগো মহিমা তোমার?

এত ডাকাডাকি নৈঃশব্দ্যের খোঁজ
দৈনন্দিন ব্যস্ততায় কখন এসেছে যেন
মোহনার গতি। অনিত্য বালি বহনের ক্লান্তি আর
অনীহাই তবে জন্ম দিক সারদা দ্বীপের,
তোমার সবুজ সজ্জা আমাদের ডাক দিয়ে যাবে
আয় আয় তোরা নতুন দ্বীপের আশ্রয়ে।

এই দ্বীপে আজও দীপ জ্বেলে কেউ জাগে
মানব দেবতা হবে বলে...
আত্মমোক্ষ নয় শুধু, জগৎকল্যাণেরও শিখা
দীপ্যমান আজ—আয়, তোরা আয়
বিবেক জিজ্ঞাসায়, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল
এই রামকৃষ্ণ দীপে...

বিভাময়, সপ্রাণ

রতনকুমার নাথ

শুকনো মালায় তোমায় সাজিয়ে রেখেছি
ধূলিধূসরিত এক ফ্রেমে,
চন্দনের ফোঁটা বিবর্ণ

নিয়মমাফিক প্রণাম করি তোমায়
সকালে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি
শাঁখ বাজাই

অথচ আমার চারদিকে
আলো আর বাতাসের প্রবাহে প্রবাহে
অশ্বত্থের পত্রমর্মরে
প্রজাপতির উড্ডীন পাখায়
তুমি যে আজও বিভাময়, সপ্রাণ
এ আমি বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারিনি
শুধু সকাল সন্ধ্যা নয়,
প্রতিমুহূর্তেই তুমি আমার সারা গায়ে
তোমার সস্নেহ করপরশ বুলিয়ে দিচ্ছ
পরম মমতায়

ফ্রেমের শুকনো মালা ও চন্দন যেন
আমাকেই বিদ্রূপ করে।

দুটি কবিতা

সনৎ দে

অমূর্ত ১

সনাতন রূপে বিস্তীর্ণ তুমি
দৃশ্যাতীত। বিলীন তুমি—
অব্যয় সুন্দরে। প্রণাম করি শুধু তোমাকেই।

অমূর্ত ২

রূপে নয়; অরূপে নয়—তোমার
উপস্থিতি—দৃশ্যাতীত। তোমার উপস্থিতি
অমূর্ত। প্রণাম করি শুধু তোমাকেই।